কিয়াম বিরোধীদের অপব্যাখ্যামূলক দলীল খন্ডন ঃ

ওহাবী সম্প্রদায় কিয়াম বিরোধী। তারা কিয়ামকে হারাম বলে, বিদআত বলে এবং তাদের দাবীর পক্ষে কিছু হাদীসও পেশ করে– কিন্তু তার সঠিক ব্যাখ্যা করেনা। যদিও ব্যাখ্যা করে– তাহলে অপব্যাখ্যা করে। যেমন ঃ

১নং হাদীস ঃ (ওহাবী দলীল)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوْا اِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِذٰلِكَ-رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

অর্থ ঃ হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত– তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের নিকট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিলেননা। যখন তাঁরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগমন করতে দেখতেন– তখন দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা অবগত ছিলেন যে, তিনি এরূপ করা অপছন্দ করতেন (তিরমিজী শরীফ)।

২নং হাদীস ঃ (ওহাবী দলীল)

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ.

অর্থ ঃ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন "যে ব্যক্তি এরূপ পছন্দ করে যে, লোকেরা তাঁর সামনে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়"। (তিরমিজী ও আবু দাউদ)

www.sunnibarta.com

৩নং হাদীস ঃ (ওহাবী দলীল)

وَعَنْ اَبِىْ اَمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُتَّكِئًا عَلٰى عَصَا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَاتَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا- رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত– তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠিতে ভর দিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। আমরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– "তোমরা পারস্য দেশীয় লোকদের মত কিয়াম করোনা। তারা একজন অপরজনকে যেভাবে তাজীম করে– সে ভাবে নয়" (আবু দাউদ)।

সন্দেহ খন্ডন মূলক জবাব

উপরোক্ত তিনটি হাদীস মেশকাত শরীফে সঙ্কলিত হয়েছে। তিরমিজি ও আবু দাউদ উক্ত হাদীসগুলো নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এগুলোতে বিশেষ ধরনের কিয়ামকে নিষেধ করা হয়েছে। মূল কিয়ামকে নিষেধ করা হয়নি। মূল কিয়াম যে সুন্নাত– তার প্রমান বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। একই মিশকাত শরীফে কিয়ামের পক্ষে হযরত আবু হোরায়রার হাদীস এবং হযরত সাআদ (রাঃ) সংক্রান্ত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর হাদীসও বর্ণিত হয়েছে– যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন– যা একটু আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাহলে কিয়ামের পক্ষে ও বিপক্ষে বর্ণিত হাদীসগুলো একসাথে করে বিশ্লেষণ না করে ঢালাওভাবে "কিয়াম নিষিদ্ধ" বলার মধ্যে তো সততার প্রমান পাওয়া যায় না এবং এটা কোন ঈমানদার আলেমের কাজ হওয়াও উচিৎ নয়।

এখন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উল্লেখিত প্রথম হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতার সম্মানে দাঁড়ানোর নির্দেশ করেছেন এবং দ্বিতীয় হাদীসে হুজুরের সম্মানে সাহাবীগণের দীর্ঘ কিয়ামের বিষয়ে হুজুরের কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা ছিলনা। তাহলে বাকী তিন হাদিসে তিনি কি কারণে কিয়াম নিষেধ করলেন? কোন্ পরিবেশে তিনি সাহাবীদের দাঁড়ানো অপছন্দ করেছেন এবং কোন্ ধরনের কিয়ামকে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন– তা খতিয়ে দেখলেই সব পরিস্কার হয়ে যাবে যে, কি কারণে তিনি ঐ বিশেষ ধরনের কিয়াম অপছন্দ করেছেন।

হযরত আনাছ বর্ণিত হাদীছের জবাব ঃ

কিয়াম বিরোধীদের পেশকৃত প্রথম হাদীসে বুঝা যায় যে, সাহাবীগণ হুযুরের আগমনে কিয়াম করতেন না। কেননা তিনি "এরূপ কিয়াম" করা পছন্দ করতেন না। "এরূপ কিয়াম"–এর ধরন সম্বন্ধে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিরকাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–

www.sunnibarta.com

قَوْلُهُ لِذٰلِكَ اَىْ لِقِيَامِهِمْ تَوَاضُعًا لِّرَبِّهٖ مُخَالِفَةً لِعَادَةِ الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

অর্থ ঃ "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণের ঐ ধরনের কিয়ামকেই অপছন্দ করতেন- যে ধরনের চরম বিনয়মূলক কিয়াম আল্লাহর জন্য করা হয়। অহংকারী ব্যক্তিদের জন্য যে ধরনের বিনয়মূলক কিয়াম করা হয়- ঐ ধরনের কিয়ামও তিনি নিজের জন্য অপছন্দ করতেন এবং ঐ ধরনের কিয়ামের বিরোধিতা করতেন" (মিরকাত)। [**অন্য একটি জবাব হলো-** হাদীস খানা সাহাবীর ব্যক্তিগত অভিমত। ইহা হুযুর (দঃ)-এর ভাষ্য নয়। হুযুর (দঃ)-এর অনুমোদিত কিয়াম হলো- যা আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। **তৃতীয় জবাব হলো-** এই অপছন্দ ছিল বিনয় মূলক- নিষেধ মূলক নয়- লেখক]।

মোল্লা আলী ক্বারীর ব্যাখ্যার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূল কিয়ামকে অপছন্দ করতেন না বরং আল্লাহর সামনে অথবা অহংকারীদের সামনে যে ধরনের কিয়াম করা হয়- সে ধরনের কিয়ামকেই তিনি অপছন্দ করতেন এবং সাহাবীগণ সেই ধরনের কিয়াম থেকে বিরত থাকতেন। হযরত আনাছের বর্ণনার উদ্দেশ্যও তাই। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সাথে তিনিও মসজিদে হুযুরের সম্মানে কিয়াম করতেন। সুতরাং হুযুর (দঃ) অহঙ্কার মূলক কিয়ামকেই অপছন্দ করতেন। তাজিমী ও বিনয় মূলক কিয়াম সাহাবীগণের আমল। এটিই সঠিক ব্যাখ্যা।

হযরত মুয়াবিয়া বর্ণিত হাদীছের জবাব ঃ

কিয়াম বিরোধীদের পেশকৃত দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কারো সম্মানে মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে থাকাকেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন- মূল কিয়ামকে নয়। হাদীস খানা স্বব্যাখ্যাত। তদুপরি- হাদীস খানা হুযুরের বেলায় প্রযোজ্য নয়। অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হুযুরের এই নিষেধ ছিল শর্ত সাপেক্ষ। অর্থাৎ মূর্তিবৎ কিয়াম নিষিদ্ধ- মূল কিয়াম নিষিদ্ধ নয়।

হযরত আবু উমামার হাদীসের জবাব ঃ

কিয়াম বিরোধীদের পেশকৃত তৃতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে- পারস্যবাসীদের ন্যায় নতজানু হয়ে মূর্তিবৎ রাজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মত কিয়াম অবশ্যই নিষিদ্ধ। নবী করিম (দঃ) তাদের অনুরূপ মূর্তিবৎ নতজানুর কিয়ামকেই নিষিদ্ধ করেছেন- মূল কিয়ামকে নিষিদ্ধ করেননি। তিনি একথা বলেননি "তোমরা কিয়াম করোনা"- বরং বলেছেন- "পারশ্যবাসী অগ্নি পূজকের ন্যায় কিয়াম করোনা"। যেমন কেউ বললো- "গরুর মত পানি পান করোনা" এর অর্থ হলো- "পানি পান করো- তবে গরুর মতো নয়"। অনুরূপভাবে হাদীসের অর্থ হবে- "কিয়াম করো- তবে পারস্যবাসী অগ্নি

www.sunnibarta.com

উপাসকদের মত নতজানু হয়ে নয়"। কিয়াম বিরোধীরা ব্যাখ্যা না করেই শাব্দিক অর্থে হাদীস বয়ান করায় ভুলের সৃষ্টি হয়েছে। তারা হাদীসকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে মাত্র। যদি তারা সত্য গ্রহণ করতো এবং সঠিক জিনিষ মেনে নিতো– তাহলে হযরত সাআদ ও হযরত আবু হোরায়রার হাদীস দুটিও বর্ণনা করতো। কিন্তু তারা তা করেনা। দুটিকে গোপন করে তাদের স্বপক্ষের বাহ্যিক সহায়ক তিনটি হাদীস তারা আক্ষরিক অর্থে প্রচার করে। এটা আমানতদারী নয় বরং রাসুলে পাকের হাদীস গোপন করার অপরাধ। অত্র হাদীসে সাহাবীগণের কিয়ামের বিশেষ ধরন দেখেই তিনি ঐ ধরনের কিয়াম না করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু ওহাবীরা বুঝেছে– তিনি সবধরনের কিয়াম নিষেধ করেছেন।

৪। কিয়ামে মোস্তাহাব ঃ ছয় প্রকার কিয়ামের মধ্যে ৪র্থ হলো মোস্তাহাব কিয়াম। নফল নামাযে দাঁড়ানো মোস্তাহাব। বসে পড়লেও জায়েয– কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে এসেছে صَلٰوةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ الْقَائِمِ

অর্থাৎ – "বসে নামায আদায়কারীর সওয়াব দন্ডায়মান অবস্থায় নামায আদাকারীর অর্ধেক"।

তবে বিতরের পরের দুরাকাত হালকি নফল বসে পড়ায় পূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। এতে নবীজীর অনুকরণ করা হয়ে থাকে। আগমনকারীর সম্মানে দাঁড়ানোও মোস্তাহাব (দুররে মোখতার)। কোন প্রিয়জনের আলোচনা শুনে অথবা কোন শুভ সংবাদ শুনে দাঁড়ানোও মোস্তাহাব এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনদের আমল। মিশকাত কিতাবুল ঈমান তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে–

হযরত উসমান (রাঃ) বলেন– "হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) আমাকে কোন একটি শুভ সংবাদ শুনালেন। আমি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম– আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হোক– বরং আপনিই উক্ত শুভ সংবাদের প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তি"। (মিশকাত কিতাবুল ঈমান)। হুজুর (দঃ)-এর আগমনের সু-সংবাদ শুনে কিয়াম করা মোস্তাহাব।

৫। কিয়ামে মাকরূহ ঃ কয়েক অবস্থায় কিয়াম বা দাঁড়ানো মাকরূহ। যেমন– যমযম পানি ও অজুর অবশিষ্ট পানি ব্যতিত অন্যান্য পানীয় পান করার সময় দাঁড়ানো মাকরূহ। কোন ওযর থাকলে অন্য কথা। অনুরূপভাবে কোন বিত্তশালীর জন্য লোভের বশবর্তী হয়ে দাঁড়ানো বা দুনিয়াদার লোকের সম্মানে দাঁড়ানো মাকরূহ।

৬। কিয়ামে হারাম ঃ কারো সম্মানে মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে থাকা হারাম। নতজানু হয়ে কারো সম্মান করা হারাম। এরূপ সম্মান গ্রহণকারীর সম্মান করাও হারাম। (শামী-আলমগীরী) কাফেরদের সম্মানে দাঁড়ানো হারাম। মুয়াবিয়া ও আবু ওমামার বর্ণিত ২ ও ৩ নং হাদীস মোতাবেক মূর্তিবৎ ও অহংকারী লোকদের জন্য দাঁড়ানো সম্পর্কে দেখুন।

উপরোক্ত ছয় প্রকার কিয়ামের মধ্যে ৪র্থ প্রকারের কিয়াম– অর্থাৎ মিলাদ শরীফের কিয়াম মোস্তাহাব ও মুস্তাহসান। মিলাদ শরীফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত বর্ণনা কালে ঐ সময় কিয়াম করা মোস্তাহাব ও মোস্তাহ্সান।

www.sunnibarta.com

ফতোয়া ঃ

১। আল্লামা বারজিঞ্জি মউলুদে বারজিঞ্জিতে ফতোয়া দিয়েছেন ঃ

وَاسْتَحْسَنَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ أَئِمَّةٌ ذُوْ رِوَايَةٍ وَّرَوِيَّةٍ".

অর্থাৎ ঃ "হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত শরীফ বা শভাগমনের বর্ণনাকালে ঐ সময়ে দাঁড়ানো বা কিয়াম করাকে রেওয়ায়াত ও দিরায়াতের অধিকারী ইমাম মুজতাহিদগণ মোস্তাহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন"(মৌলুদে বারজিঞ্জী) উল্লেখ্য যে, আল্লামা বারজিঞ্জী মুজতাহিদ ছিলেন।

২। আল্লামা সৈয়দ আবু বকর ওরফে সৈয়দ বাকারী (মক্কা) স্বীয় গ্রন্থ إِعَانَةُ الطَّالِبِيْنَ ৩য় খন্ড ৩৬৫ পৃষ্ঠায় মিলাদের কিয়ামকে মোস্তাহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁর ইবারত নিম্নরূপ ঃ

وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ عَلٰى ذٰلِكَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ بِبَلَدِ اللّٰهِ الْحَرَامِ مَوْلَانَا وَاُسْتَاذُنَا الْعَارِفُ بِرَبِّهِ الْمَنَّانِ سَيِّدُنَا السَّيِّدُ اَحْمَدُ بْنُ زَيْنِيْ دَحْلَانَ فِيْ سِيْرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ– "جَرَتِ الْعَادَةُ اَنَّ النَّاسَ اِذَا سَمِعُوْا ذِكْرَ وَضْعِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُوْنَ تَعْظِيْمًا لَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَهٰذَ الْقِيَامُ مُسْتَحْسَنٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ كَثِيْرٌ مِّنْ عُلَمَاءِ الْاُمَّةِ الَّذِيْنَ يُقْتَدٰى بِهِمْ.

অর্থ ঃ "মিলাদ কিয়াম সম্পর্কে আল্লাহর পবিত্র শহরের শাইখুল ইসলাম (মককার মুফতীয়ে আযম) আমার (সৈয়দ বাকারী) মনিব ও ওস্তাদ আরিফ বিল্লাহ্ সৈয়্যদুনা সৈয়দ আহমদ ইবনে জাঈনী দাহলান মককী তাঁর প্রনীত "সিরাতুন্নবী" গ্রন্থে ফতোয়া দিয়েছেন যে, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত বর্ণনাকালে যখন উপস্থিত লোকজন হুযুরের পবিত্র শুভাগমনের শুভ

www.sunnibarta.com

সংবাদ শুনেন– তখন প্রচলিত প্রথা মোতাবেক তারা হুযুরের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান। এটা যুগ যুগান্তরের প্রচলিত ধারা। এই কিয়ামটি হচ্ছে মোস্তাহসান। কেননা, এতে রয়েছে হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। উম্মতের মধ্যে এমন সব গণ্যমান্য উলামায়ে কেরাম উক্ত কিয়াম করেছেন– যাদেরকে লোকেরা পেশোয়া বা অনুসরনীয় হিসাবে গণ্য করেন"।
(ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড ৩৬৫ পৃষ্ঠা)।

মিলাদ কিয়াম সমর্থক ইমামগণের অভিমত ঃ

১। মিলাদ শরীফের ফযিলত সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন–

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِىْ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ وَدِدْتُّ لَوْكَانَ لِىْ مِثْلَ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا لَاَنْفَقْتُهٗ عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُوْلِ–

অর্থ ঃ হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন–" আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তাহলে ঐ স্বর্ণ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফে ব্যয় করে দেয়া আমার অতি প্রিয় কাজ"।
(ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

২। বিশ্ব বিখ্যাত ওলী হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন–

قَالَ الْجُنَيْدُ الْبَغْدَادِىْ رَحْمَةُ اللّٰهِ مَنْ حَضَرَ مَوْلِدَ الرَّسُوْلِ وَعَظَّمَ قَدْرَهٗ فَقَدْ فَازَ بِالْاِيْمَانِ–

অর্থঃ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– "যারা রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফের মজলিসে উপস্থিত হবে এবং মিলাদ শরীফের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে– তারা ঈমানের দ্বারা সফল–কাম হবে"। (ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

৫। হযরত মারূফ কারাখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন–

قَالَ الْمَعْرُوْفُ الْكَرْخِىُّ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ مَنْ هَيَّأَ لِاَجْلِ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُوْلِ طَعَامًا وَجَمَعَ اِخْوَانًا وَاَوْقَدَ سِرَاجًا وَلَبِسَ جَدِيْدًا

www.sunnibarta.com

وَتَعَطَّرَ وَتَجَمَّلَ تَعْظِيْمًا لِمَوْلِدِهِ حَشَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مَعَ الْفِرْقَةِ الْاُوْلٰى مِنَ النَّبِيِّيْنَ-

অর্থ ঃ হযরত মারূফ কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন- "যারা রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফ উপলক্ষে খানা তৈরী করবে, বন্ধু বান্ধবদেরকে দাওয়াত করে একত্রিত করবে, মজলিসকে আলোকসজ্জিত করবে, নূতন পোষাক পরিধান করবে, আতর এবং খুশ্‌বু লাগাবে ও মজলিসকে খুশবুদার করবে এবং এসব কিছুর উদ্দেশ্য হবে রাসুলে পাকের সম্মান প্রদর্শন করা- তাহলে আল্লাহ পাক তাদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে হাশর নসীব করবেন।

(ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৬৬)।

বিঃ দ্রঃ এই ফতোয়া গ্রন্থটি মক্কা শরীফে লিখিত এবং প্রকাশিত। চার খন্ডে সমাপ্ত। লেখক হচ্ছেন আল্লামা সাইয়েদ আবু বকর- ওরফে সাইয়েদ বাকারী (রহঃ)।

কিয়াম সমর্থক ইমামগণ ঃ

যেসব বরণীয় ও অনুস্মরণীয় উলামা ও মুজতাহিদগণ উক্ত মিলাদ ও কিয়াম করতেন- তাঁদের মধ্যে ইমাম তাকিউদ্দিন সুবকি, আল্লামা নবভীর ওস্তাদ ইমাম আবু শামা, আল্লামা ছাখাভী, আল্লামা ইবনে জওজী, আল্লামা সিব্তু ইবনে জওজী, হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী, হাফেজ শামছুদ্দীন শামী, হযরত হাসান বসরী, হযরত জুনাইদ বাগদাদী, ইমাম ইয়াফেয়ী, হযরত সিররী সাকতী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রমূখ-মনিষীদের নাম আল্লামা সৈয়দ বাকারী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন (উক্ত ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড ৩৬৫ ও ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মককা মোয়াজ্জমার মুফতীয়ে আযম শাইখুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আহমদ ইবনে জাঈনী দাহ্‌লান মককী (রহঃ) মিলাদের কিয়ামকে বলছেন মোস্তাহসান, আর দেওবন্দের রশীদ আহমদ, খলিল আহমদ, আশ্রাফ আলী গং-রা বলছে বিদ্‌আত ও হারাম। কার কথা ও ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবে- পাঠকরাই ঠিক করবেন। কোথায় মক্কা মোয়াজ্জমার ফতোয়া- আর কোথায় দেওবন্দের ফতোয়াবাজী। (লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা)

www.sunnibarta.com